113

তারিখ ২-১০-২০০০
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

দৈনিক ইনকিলাব

একবিংশ শতকের শিক্ষা সংস্কার এবং আমাদের শিক্ষানীতি

জামালউদ্দিন বারী

এখন বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। একবিংশ শতকের জীবন ব্যবস্থা ও বাস্তব চাহিদার আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রাচ্য-প্রতিচ্যের প্রতিটি জাতিই নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সাম্রাজ্যবাদের সাবেকী ধারণা পাল্টে বিশ্ব এখন এক নতুন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রতিযোগিতা অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের বিষয়টিকে পুঁজিবাদী সমাজ অর্থনৈতিক সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার হাতিয়ার হিসেবেই গণ্য করছে। এজন্য তারা শত শত কোটি ডলারের বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন করছে। শিক্ষাখাতে বর্ধিত ব্যয় একটি ব্যাপকভিত্তিক লাভজনক বিনিয়োগ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এই দশকে তথ্য প্রযুক্তির বৈপ্লবিক অগ্রগতি শিক্ষা ব্যবস্থাকে কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর অবকাঠামোগত পুনর্বিন্যাস্ত করতে বাধ্য হয়েছে অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ।

মালয়েশিয়ার মত ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যধারী দেশও তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর উচ্চাভিলাষী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। 'স্মার্ট স্কুল' প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি বিদ্যায়তনকেই তারা কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগে সজ্জিত করতে আগ্রহী। বিদ্যালয়কে ইন্টারনেটভিত্তিক করলে শিক্ষার্থীরা 'পর্নগ্রাফি' ও বিদেশী অপসংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়তে পারে, কিছুসংখ্যক অভিভাবকের, এ প্রতি অনীহা অথবা নানা রকম কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। তবে এসব বিষয় মাথায় রেখেই সেখানে শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ মান তথা শিক্ষার নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে নতুন করে বিচার বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে এবং সমস্যার নিরিখে নতুন ধারার বিদ্যালয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে আশাতীত সাফল্যও পাওয়া যাচ্ছে।

আজ বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক অস্থির বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজিত। তীব্র এক প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব ব্যবস্থা জাতি ক্রমশ দ্রুত পিছিয়ে পড়ছে সবদিক থেকে। বিশ্বের সকল সফল রাষ্ট্র পরিচালকই জাতির ভাগ্য বিনির্মাণে বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষকে প্রাধান্য দিয়েছেন, মূলত শ্রেণী কক্ষই জাতীয় মূল্যবোধের নিরিখে আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির সূতিকাগার। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশ স্বাধীনতা অর্জনের তিরিশ বছরে পদার্পণ করলেও আজও একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি, যা শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং যা আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরে তার যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটাবে। আশার কথা, গত ৩ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে ১৯৯৭ সালে গঠিত শামসুল হক কমিশনের রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছে। অধ্যাপক এম শামসুল হকের সভাপতিত্বে গঠিত ৫৬ সদস্যের শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তাদের প্রবিবেদনে শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন স্তর বিন্যাস, মূল্যায়ন পদ্ধতি বিদ্যায়তনিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতসহ কয়েকটি বাস্তবভিত্তিক পুনর্গঠনের প্রস্তাব পেশ করেছে, যদিও এগুলো শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অতি প্রাথমিক … শর্ত মাত্র। এই শিক্ষানীতি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এবং প্রশ্নাতীত হবে এমনটি আশা করা দুষ্কর। তবে শিক্ষানীতি প্রণয়নের চাইতে এর বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণই হচ্ছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা শিক্ষক ট্রেনিং কলেজগুলোতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের নামে জালিয়াতি কাজ-কারবার শুরু হয়েছে এবং অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বি.এড) সার্টিফিকেট বিক্রি হচ্ছে দেদারছে। শিক্ষা প্রশাসন, মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাধুতার ফলে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ ছাড়াই রাতারাতি এসব টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অনুমোদন লাভ করেছে এবং এখান থেকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট ক্রয় করছে একশ্রেণীর 'শিক্ষক'। এসব শিক্ষক জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণে কী ভূমিকা পালন করবে? সেই প্রশ্ন উঠেছে। শিক্ষানীতি একটি পরিবর্তন, পরিমার্জনযোগ্য বিষয়। কিন্তু অসৎ অযোগ্য শিক্ষকরা শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্যকে বিঘ্নিতই করবে শুধু। আর যারা হীনস্বার্থে শিক্ষা ব্যবস্থার মত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরকে কলুষিত করছে, তারা জাতির যে অপরিমেয় ক্ষতি করছে, তা কোন শিক্ষানীতির দ্বারা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। একটি ভাল, সর্বজন গ্রাহ্য শিক্ষানীতি কোন হীনস্বার্থ প্রণোদিত রাজনৈতিক দলের শাসনাধীনে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি জাতির মনমানসের চাহিদা উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতেও একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

ধরনের মন্তব্য অগ্রাহ্য না করেও "মালয়েশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী নাজিব রাজ্জাকের মত হচ্ছে, এ ছাড়া উপায় নেই, আমাদের এমন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে, যা আমাদের সৃজনশীল শ্রমিকের যোগান দেবে। অন্যথায় পিছিয়ে পড়তে হবে।" কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নত প্রযুক্তির সংযোজনই একজন শিক্ষার্থীকে সৃষ্টিশীল করে গড়ে তুলতে পারে না। মানবিক উৎকর্ষ, সৃজনশীলতা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের বিষয়টি শিক্ষার মৌলিক বিষয়। শুধু জীবিকার জন্যই শিক্ষা নয়, উন্নতজীবন, শান্তিময় সমাজ, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মানবিকবোধসম্পন্ন বিশ্ব গড়ে তুলতে শিক্ষা ব্যবস্থা এসব বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। দক্ষ শ্রমিক তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যারের যোগান দেয়া সম্ভব হলেও পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার উদ্ভাবন ও যোগান দেয়া আদৌ সম্ভব কিনা এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। একদিকে আমাদের মত দেশে অর্থনৈতিক কারণে শিক্ষার হার ও মানগত অবস্থান পিছিয়ে রয়েছে, অন্যদিকে শুধুমাত্র অর্থ বিনিয়োগের দ্বারা সুরম্য বিদ্যালয়, অত্যাধুনিক সাজ-সরঞ্জাম উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেরই শিক্ষা ব্যবস্থা যথার্থ মানে উন্নীত করতে সক্ষম হয়নি। যার ফলে সেখানে নতুন নতুন সামাজিক সমস্যার জন্ম হচ্ছে। জাপান-আমেরিকার মত উন্নত আর্থিক স্বচ্ছল সমাজেও বিদ্যালয়গামী কিশোর-তরুণরা শিক্ষার